25 OCT 2017

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগের 'আধিপত্য' জাহিরে ভর্তিচ্ছুরা আতঙ্কে

হাসান আদিব, *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়*

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসা কয়েক লাখ ভর্তিচ্ছু ও অভিভাবকদের কাছে আতঙ্কের নাম হয়ে উঠেছে ছাত্রলীগ। নিজেদের 'আধিপত্য ও ক্ষমতা' জাহির করতে 'ভীতিকর' বার্তা ছড়াচ্ছে সংগঠনটির নেতাকর্মীরা। তাদের বিরুদ্ধে ভর্তিচ্ছুদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি, প্রতারণা, ছিনতাইসহ নানা ধরনের হেনস্তা করার অভিযোগ উঠেছে। অভিভাবকরা বলছেন, 'রাবি ক্যাম্পাস সুন্দর হলেও এখানে পড়াশোনার পরিবেশ নেই। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেলে ছেলে-মেয়েদের এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করব না।' শিক্ষার্থীবান্ধব কর্মকাণ্ডে বিমুখ, কিন্তু ক্ষমতা জাহিরে উন্মুখ ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ভীতিকর কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে ঘরে ফিরছে ভর্তিচ্ছু ও অভিভাবকরা।

'ছাত্রদল' প্রতিহতের নামে ভর্তি পরীক্ষার আগের রাতে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা অস্ত্রের মহড়া দেয়। আবাসিক হলজুড়ে শুরু হয় অস্ত্রের ঝনঝনানি। এতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ভর্তিচ্ছুদের মাঝে। এছাড়া 'এক্সক্লুসিভ সাজেশনের' নামে ভর্তিচ্ছুদের কাছ থেকে জোর করে চাঁদা নেয়া হচ্ছে। 'ঝটপট রেজাল্ট'-এর নামে প্রতারণার ফাঁদও পেতে বসেছে সংগঠনটির নেতাকর্মীরা। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয় ও ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠনটি সম্পর্কে চরম নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে ভর্তি পরীক্ষা দিতে আসা শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। অভিভাবকদের মন্তব্য, 'রাবি ক্যাম্পাস সুন্দর হলেও এখানে পড়াশোনার পরিবেশ নেই। ভর্তি পরীক্ষায়ও ছাত্রলীগ এমন অস্ত্রবাজি ও চাঁদাবাজি করলে ছেলেমেয়েরা পড়বে কিভাবে? অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করব ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

ছাত্রলীগের 'আধিপত্য' জাহিরে ভর্তিচ্ছুরা

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

না।' কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক জোটের সাবেক সভাপতি আবদুল মজিদ অন্তর বলেন, প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রতিদিন ক্যাম্পাসে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে ছাত্রলীগ। এটা দেখে ভর্তিচ্ছু ও অভিভাবকদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রলীগ সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে। ছাত্রলীগ যে কতটা লাগামছাড়া তা দেখে সংগঠন ও বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে যে কারও নেতিবাচক ধারণা হবে। সংগঠনটি অনেক বড়, কিন্তু ছাত্রবান্ধব কোনো কাজ করতে দেখছি না। সব ধরনের অপকর্মে তারা জড়িয়ে পড়ছে।

'অস্ত্রবাজি' দিয়ে ভর্তিচ্ছুদের শুভেচ্ছা : শনিবার রাতে বিনোদপুর ফটকে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ব্যানার টানাছেন— এমন খবরে আবাসিক হলগুলো থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বের হয় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। আধা ঘণ্টাব্যাপী 'হই-হই রই-রই, ধর-ধর, মার-মার' চিৎকারে গোটা ক্যাম্পাস ও আশপাশের এলাকায় চরম আতঙ্ক ছড়ানো হয়। এ সময় হল ও ক্যাম্পাসের পাশের এলাকার মেসগুলোতে 'ই' ও 'এ' ইউনিটের পরীক্ষায় অংশ নিতে প্রায় ৭৫ হাজার ভর্তিচ্ছু অবস্থান করছিল। হলগুলোর বারান্দায় ছাত্রলীগ কর্মীরা চাপাতি, রামু-দা ও লোহার রড নিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। দলটির অনেক নেতার অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সভাপতি গোলাম কিবরিয়া ও ফয়সাল আহমেদ রুনুর নির্দেশে কিছু নেতাকর্মী অস্ত্রবাজিতে লিপ্ত।

'এক্সক্লুসিভ' সাজেশনের নামে চাঁদাবাজি : এদিকে শহীদ জিয়াউর রহমান হলে 'এক্সক্লুসিভ সাজেশন' দেয়ার নাম করে ভর্তিচ্ছুদের কাছ থেকে বিভিন্ন অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নেয় হল শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এছাড়া শহীদ শামসুজ্জোহা হলে ছাত্রলীগ নেতা বেলায়েত হোসেন প্রিন্সের নির্দেশে কর্মী শাওন, ওয়ারেস এক্সক্লুসিভ সাজেশন বাণিজ্য করছে।

প্রতারণার ফাঁদ 'ঝটপট ফল': নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় বুথ বসিয়ে 'ঝটপট রেজাল্ট' ব্যানার টানিয়ে পরীক্ষার্থীদের রোল ও মোবাইল ফোন নম্বর নিচ্ছে ছাত্রলীগ। বলা হচ্ছে, ২০ টাকার বিনিময়ে দ্রুত ফল জানানো হবে। কিন্তু নাম প্রকাশ না করার শর্তে খোদ ছাত্রলীগের শীর্ষ কয়েকজন নেতা যুগান্তরকে জানান, আসলে এটা অভিনব একটি ফাঁদ। যারা চান্স পাবে, মৌখিক সাক্ষাৎকারের আগে তাদের ডেকে নিয়ে প্রবেশপত্র আটকে মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায়ের কৌশল হল এই 'ঝটপট ফল'। অভিযোগ, এতে রাবি ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সমর্থন রয়েছে। বিষয়টি অনেক অভিভাবকও বুঝতে পেরেছেন বলে যুগান্তরকে জানান।

নিষেধাজ্ঞা ভেঙে মিছিল-সমাবেশ : ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে গোটা মতিহার চত্বরে যখন তিলধারণের ঠাঁই নেই, ঠিক তখন মিছিল করছে ছাত্রলীগ। ভর্তিচ্ছুদের শুভেচ্ছা জানানোর নামে প্রতিদিন দুপুর ১২টায় মিছিল নিয়ে গোটা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করছে তারা। এতে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হচ্ছে।

'বাইক রেসে' মেতেছে ছাত্রলীগ : ক্যাম্পাসে দ্রুত গতিতে মোটরসাইকেল মহড়া দিচ্ছে ছাত্রলীগের কিছু নেতাকর্মী। অথচ এ সময় ভর্তি পরীক্ষায় ব্যবহৃত গাড়ি ছাড়া ক্যাম্পাসে সব ধরনের গাড়ি চালানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে প্রশাসনের।